DEC. 02 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

এক বছর ধরে বন্ধ জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র

শহরণ রশীদ

জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রটি দীর্ঘ ১১ মাস ধরে অচল অবস্থায় রয়েছে। এ বছরের শুরুতে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ন্যস্ত হবার পর থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে আবাসিক প্রতিবন্ধীরা হয়েছে বিতাড়িত। প্রায় তিন শ' মানসিক, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে। পাশাপাশি সরকারী নিয়মনীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আও-তাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের এই প্রতিষ্ঠানটিকে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ায় ৭৫ শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরি-জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। গত ৭ মাস ধরে তাঁদের কোন প্রকার বেতন ও ভাতা প্রদান করা হচ্ছে না। উপরন্তু দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানে পানি, বিদ্যুত ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে আবাসিক কর্মচারীরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। মোট কথা, প্রতিষ্ঠানটির অচলাবস্থার কারণে প্রতিবন্ধী শিশু, অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। তাই এই জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রটি শীঘ্রই পূর্বের ন্যায় চালু করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

জানা গেছে, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই শিক্ষাকেন্দ্রটি মিরপুর-১৪ নম্বর সেকশনে প্রায় ৬ একর জায়গার ওপর স্থাপিত। এখানে প্রতিবন্ধীদের তিনটি বিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ। এই কলেজের ব্যাচেলর ইন স্পেশাল এডুকেশন ডিগ্রী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। প্রতিষ্ঠানের অরাজক পরিস্থিতির কারণে বিএসএডের চূড়ান্ত পরীক্ষাও এ বছর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

জানা গেছে, মানসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৫। এদের মধ্যে আবাসিক ৩০ ও অনাবাসিক ৩৫ জন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭৫। এদের মধ্যে আবাসিক ৫০ ও অনাবাসিক ২৫ জন। শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়েও ৭৫ ছাত্রছাত্রী ছিল, যাদের মধ্যে ৫০ জন ছিল আবাসিক ও ২৫ অনাবাসিক। এই বিশেষ শিক্ষা-কেন্দ্রটিতে ছাত্রীদের সংখ্যাও ছিল উল্লেখ করার মতো। তিনটি বিদ্যালয়ে ৮৫ ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করত। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের সংখ্যা ৪০। এ ছাড়া কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন ৩৫ জন। সকলেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের বেতনভুক ছিলেন। কিন্তু সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গত ২৯ জানুয়ারি এক প্রজ্ঞাপনে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত

৭৫ শিক্ষক-কর্মকর্তা কর্মচারীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত। বেতনও পাচ্ছেন না

জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রটির অবকাঠামো, সমস্ত সম্পদ, জনবল এবং সরকার প্রদত্ত রাজস্ব বাজেটসহ প্রায় ২শ' কোটি টাকার সম্পত্তি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় হস্তান্তর করে। উল্লেখ্য, সরকারী এই প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের ফলে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজস্ব ও মূল কর্মস্থল না থাকায় প্রতিষ্ঠানটির জন্য রাজস্ব খাতে সৃষ্ট ৭৫টি পদ সমাজসেবা অধিদফতরের অর্গানোগ্রামে অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হবে। ফলে ভবিষ্যতে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সমস্যার সম্মুখীন হবেন। মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা প্রজ্ঞাপনের কোথাও ৭৫টি পদ সংরক্ষণের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। এ কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকরি নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

শিক্ষক-কর্মচারীদের অভিযোগ, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন দায়িত্ব পাবার পর থেকে জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রটির ওপর নজর দেয়নি। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শিক্ষাকেন্দ্রটির বিদ্যালয়সমূহ ও ছাত্রাবাসগুলোর পানি ও বিদ্যুত সংযোগ বন্ধ করে দেন। ছুটির অজুহাতে ছাত্রাবাস থেকে আবাসিক প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের বিতাড়ন করেন। সরকারী প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। ফলে সম্পূর্ণ চালু করা জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রটিতে সৃষ্টি হয় অচলাবস্থার।

তাঁরা জানান, বেতন-ভাতা খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও গত ৭ মাস ধরে তাঁদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা হচ্ছে না। বরং ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক আচরণ ও কার্যকলাপে পেনশনের জটিলতা নিয়েও তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠানের পানি, বিদ্যুত ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখার ফলে ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে আবাসিক হলগুলোতে।

শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ আবুল কাশেম বলেছেন, প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বে যে অবস্থা ছিল আমরা পুনরায় সেই অবস্থা অর্থাৎ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক অন্যান্য সরকারী প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় চালু করার দাবি জানাচ্ছি।

এ ব্যাপারে জাতীয় বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জুলফিকার হায়দার জানান, সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তের কারণেই এই প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারী হয়েছে। কিন্তু এখানকার স্টাফ ও শিক্ষকরা এখনও সরকারী চাকরির আওতায়। সে ক্ষেত্রে বেতন-ভাতা ও সরকারী সুযোগ-সুবিধা তাঁদের প্রাপ্য। কিন্তু তাঁরা তা পাচ্ছেন না।